

❏ রমযানের দায়িত্ব-কর্তব্য (ইবন রজব আল-হাম্বলী রহ. এর ‘লাতায়িফুল মা‘আরিফ’ অবলম্বনে)

বিভাগ/অধ্যায়ঃ রমযানে দান-সদকা ও কুরআন তিলাওয়াতের মর্যাদা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ ইসলামহাউজ.কম

রমযানে দান-সদকা ও কুরআন তিলাওয়াতের মর্যাদা - ৩

ফাতিমা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহা হাদীসে এসেছে,

«أَنَّ جِبْرَائِيلَ كَانَ يُعَارِضُهُ بِالْقُرْآنِ فِي كُلِّ عَامٍ مَرَّةً، وَأَنَّهُ عَارَضَهُ بِهِ الْعَامَ مَرَّتَيْنِ».

“জিবরীল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর আমাকে একবার কুরআন পড়ে শুনাতেন। এ বছর তিনি তা আমাকে দু’বার পড়ে শুনিয়েছেন”।[1]

ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা থেকে বর্ণিত হয়েছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও জিবরীল পরস্পর রাতের বেলায় কুরআন পড়ে শুনাতেন।[2] অতএব, রমযানে রাতের বেলায় বেশি পরিমাণে কুরআন তিলাওয়াত করা মুস্তাহাব। কেননা রাতের বেলায় মানুষ ঝামেলা মুক্ত থাকে, সমস্ত হিম্মত একত্রিত হয়, অন্তর ও যবান চিন্তা-গবেষণার জন্য একনিষ্ঠ হয়। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿إِنَّ نَاشِئَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْئًا وَأَقْوَمُ قِيلًا﴾ [المزمل: ৬]

“নিশ্চয় রাত জাগরণ আত্মসংযমের জন্য অধিকতর প্রবল এবং স্পষ্ট বলার জন্য অধিকতর উপযোগী”। [সূরা আল-মুয্যাম্মিল, আয়াত: ৬]

কুরআনের সাথে রয়েছে রমযান মাসের বিশেষ বৈশিষ্ট্য। যেমন আল্লাহ তা‘আলা বলেছেন:

﴿شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ وَالْفُرْقَانِ ۚ قَانَ ۙ ۱۸۵﴾ [البقرة: ১৮৫]

“রমযান মাস, যাতে কুরআন নাযিল করা হয়েছে মানুষের জন্য হিদায়াতস্বরূপ এবং হিদায়াতের সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলী ও সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারীরূপে”। [সূরা আল-বাকারাহ, আয়াত: ১৮৫] ইবন আব্বাস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুমা বলেন, আল-কুরআন লাওহে মাহফূয থেকে বাইতুল ইয্যতে কদরের রাত্রিতে একত্রে নাযিল হয়।[3] এ মতের পক্ষে দলীল হলো আল্লাহ তা‘আলার নিম্নোক্ত বাণী,

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۚ﴾ [الفدر: ১]

“নিশ্চয় আমরা এটি (কুরআন) নাযিল করেছি লাইলাতুল কদরে”। [সূরা আল-কাদর, আয়াত: ১]

﴿إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ ۚ﴾ [الدخان: ৩]

“নিশ্চয় আমরা এটি নাযিল করেছি বরকতময় রাতে।” [সূরা আদ-দুখান, আয়াত: ৩] রমযান মাসেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়াসাল্লাম অহীপ্রাপ্ত হন, এ মাসেই তার ওপর কুরআন নাযিল হয় এবং তিনি অন্যান্য সময়ের তুলনায় রমযানে কিয়ামুল লাইলে দীর্ঘ সময় ধরে কুরআন তিলাওয়াত করতেন। হুযাইফা রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাথে রমযান মাসে রাতে সালাত আদায় করেছেন। তিনি বলেন,

«تُمْ قَرَأَ الْبَقْرَةَ، تُمْ النِّسَاءَ، تُمْ آلَ عِمْرَانَ، لَا يَمُرُّ بِآيَةِ تَخْوِيفٍ إِلَّا وَقَفَ عِنْدَهَا... فَمَا صَلَّى إِلَّا رَكْعَتَيْنِ حَتَّى جَاءَ بِلَالٌ فَأَذَنَهُ بِالصَّلَاةِ».

“অতঃপর তিনি সূরা আর-বাকারাহ পড়লেন, অতঃপর সূরা আন-নিসা, অতঃপর সূরা আলে ইমরান পড়লেন।

ভয়-ভীতির আয়াত আসলেই তিনি থেমে যেতেন (সেখানে চিন্তা-ভাবনা করতেন), এভাবে মাত্র দু’রাকাত সালাত আদায় করতেই বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু এসে ফজরের আযান দিলেন”।[4] নাসায়ীর বর্ণনায় এসেছে,

«فَمَا صَلَّى إِلَّا أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ».

“এভাবে মাত্র চার রাকাত সালাত আদায় করতেই বিলাল রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ফজরের আযান দিলেন”।[5]

«وكان عُمر رضي الله عنه: أمر أبي بن كعب، وتميمًا الداري، أن يقوموا بالناس في شهر رمضان، فكان القارئ يقرأ بالمائتين في الركعة، حتى كانوا يعتمدون على العصي من طول القيام، وما كانوا ينصرفون إلا عند الفجر».

উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু উবাই ইবন কা’ব রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু ও তামীম আদ-দারী রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুকে রমযান মাসে লোকদেরকে জামা‘আতে সালাত আদায় করার জন্য ইমাম নিযুক্ত করেন। তারা এক রাকাতে দু’শ পরিমাণ আয়াত তিলাওয়াত করতেন। এমনকি দীর্ঘ সময় দাঁড়িয়ে থাকার কারণে তারা লাঠিতে ভর দিয়ে সালাত আদায় করতেন এবং ফজরের আগে তারা ফিরতেন না।[6] অন্য বর্ণনায় এসেছে, তারা মসজিদের খুঁটির সাথে রশি লাগাতেন, তাতে নিজেদেরকে আটকে রাখতেন।

বর্ণিত আছে যে,

«أن عمر جمع ثلاثة قراء، فأمر أسرعهم قراءة أن يقرأ بالناس بثلاثين، وأوسطهم بخمس وعشرين، وأبطأهم بعشرين».

“উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু তিনজন কারীকে একত্রিত করে তাদেরকে নির্দেশ দিলেন, যে ব্যক্তি দ্রুততার সাথে তিলাওয়াত করবে সে এক রাকাতে ত্রিশ আয়াত পরিমাণ পড়বে, মধ্যম গতিতে তিলাওয়াতকারী পঁচিশ আয়াত ও ধীরগতির তিলাওয়াতকারী বিশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করবে”।[7] অতঃপর তাবেরঈদের যুগে আট রাকাত তারাঘীতে সূরা বাকারাহ তিলাওয়াত করা হতো। তারা বারো রাকাত তারাঘীহ আদায় করলে আরেকটু হালকা তথা আরো কম পরিমাণে তিলাওয়াত করত। ইমাম আহমাদ রহ. কে উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহুর নির্ধারণকৃত দ্রুত ও ধীর গতির কারীর আয়াতের পরিমাণের ব্যাপারে জিজ্ঞাসা করা হলে তিনি বলেন, এ পরিমাণ তিলাওয়াত করা মানুষের জন্য কষ্টকর, বিশেষ করে রাত্রি যখন ছোট হয়। প্রকৃতপক্ষে মানুষ যতটুকু গ্রহণ করতে পারে ততটুকুই তিলাওয়াত করা উচিত। ইমাম আহমদ রহ. রমযানে তারাঘীর ইমামতি পালনকারী তার এক ছাত্রকে বললেন, তারা দুর্বল লোক। সুতরাং তাদেরকে নিয়ে পাঁচ বা ছয় বা সাত আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করো। ফলে তিনি এভাবেই তিলাওয়াত করলেন এবং সাতাশ রমযান কুরআন খতম করলেন। হাসান রহ. বলেন, উমার রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু যাদেরকে লোকদের ইমামতির দায়িত্ব দিয়েছেন তাদেরকে পাঁচ ছয় আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করতে বলেছেন।

অতএব, ইমাম আহমাদ রহ. এর মত দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে, মুসল্লীর অবস্থা ভেদে ইমাম তিলাওয়াত

করবেন যাতে তাদের কষ্ট না হয়। অনেক ফকীহ এ মতানুযায়ী তাদের মত ব্যক্ত করেছেন।

«فَقُلْنَا لَهُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، لَوْ نَفَلْتَنَا بَقِيَّةَ لَيْلَتِنَا هَذِهِ؛ فَقَالَ: إِنَّهُ مَنْ قَامَ مَعَ الْإِمَامِ حَتَّى يَنْصَرِفَ كُتِبَ لَهُ قِيَامُ لَيْلَةٍ».

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতের এক তৃতীয়াংশ পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন, পরবর্তীতে অর্ধ রাত্রি পর্যন্ত সালাত আদায় করলেন। সাহাবীগণ বললেন, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের রাতের অবশিষ্ট অংশটিও যদি নফল আদায় করে অতিবাহিত করে দিতেন! তিনি বললেন, কেউ যদি ইমামের সঙ্গে সালাতে দাঁড়ায় এবং ইমামের শেষ করা পর্যন্ত তার সাথে দাঁড়িয়ে থাকে তবে তার জন্য সারারাত (নফল) সালাত আদায়ের সাওয়াব লেখা হয়”।[8]

এ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত যে, রাতের এক তৃতীয়াংশ বা অর্ধরাত কিয়ামুল লাইল আদায় করলে সারারাত নফল সালাত আদায়ের সাওয়াব লিখা হয়, তবে শর্ত হচ্ছে ইমামে সাথে থাকতে হবে। ইমাম আহমাদ রহ. এ হাদীস গ্রহণ করতেন এবং ইমাম শেষ না করা পর্যন্ত তার সাথে থাকতেন। কেউ কেউ বলেছেন: যে ব্যক্তি রাতের অর্ধেক কিয়ামুল লাইল আদায় করে সে যেন সারারাতই সালাত আদায় করল। আব্দুল্লাহ ইবন ‘আমর ইবনুল ‘আস রাদিয়াল্লাহু ‘আনহু থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন:

«مَنْ قَامَ بِعَشْرِ آيَاتٍ لَمْ يُكْتَبْ مِنَ الْغَافِلِينَ، وَمَنْ قَامَ بِمِائَةِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْقَانِتِينَ، وَمَنْ قَامَ بِأَلْفِ آيَةٍ كُتِبَ مِنَ الْمُقْنَطَرِينَ».

“যে ব্যক্তি রাতের বেলায় সালাতে দশ আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করবে তার নাম গাফিলদের অন্তর্ভুক্ত হবে না, আর যে ব্যক্তি একশত আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করবে তাকে কানতীনদের (চির অনুগত) অন্তর্ভুক্ত করা হবে এবং যে ব্যক্তি একহাজার আয়াত পরিমাণ তিলাওয়াত করবে তাকে মুকানতিরীনদের (অটেল সম্পদশালী) দলভুক্ত করা হবে।”[9]

...যে ব্যক্তি আরও বেশি তিলাওয়াত করতে চায় ও দীর্ঘ সময় ধরে সালাত আদায় করতে আগ্রহী হলে একাকী সালাত আদায় করলে যত ইচ্ছা দীর্ঘ করতে পারবে। এমনিভাবে জামা‘আতের সাথে সালাত আদায় করলেও জামা‘আতে যতটুকু তিলাওয়াত করা হয় ততটুকুর উপর সন্তুষ্ট থাকা উচিত। কতিপয় সৎপূর্বসূরী বলেছেন: রমযানে প্রতি তিন রাতে তারাবীহ’তে কুরআন খতম করা যায়, কেউ কেউ সাত রাতের কথা বলেছেন। আবার কেউ দশ রাতের কথাও উল্লেখ করেছেন।

ফুটনোট

[1] সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ২৪৫০।

[2] كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَجْوَدَ النَّاسِ بِالْخَيْرِ، وَكَانَ أَجْوَدَ مَا يَكُونُ فِي رَمَضَانَ حِينَ يَلْقَاهُ جِبْرِيلُ، وَكَانَ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ يَلْقَاهُ كُلَّ لَيْلَةٍ فِي رَمَضَانَ، حَتَّى يَنْسَلَخَ، يَعْرِضُ عَلَيْهِ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْقُرْآنَ، فَإِذَا لَقِيَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ، كَانَ أَجْوَدَ بِالْخَيْرِ مِنَ الرِّيحِ الْمُرْسَلَةِ

“নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ধন-সম্পদ ব্যয় করার ব্যাপারে সকলের চেয়ে দানশীল ছিলেন। রমযানে জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সাথে দেখা করতেন, তখন তিনি আরো অধিক দান করতেন। রমযান শেষ না হওয়া পর্যন্ত প্রতি রাতেই জিবরীল আলাইহিস সালাম তাঁর একবার সাক্ষাৎ করতেন। আর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে কুরআন শোনাতেন। জিবরীল আলাইহিস সালাম যখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেন তখন তিনি রহমত প্রেরিত বায়ুর চেয়ে অধিক ধন-সম্পদ দান করতেন।” সহীহ বুখারী, হাদীস নং ১৯০২।
(অনুবাদক)

[3] আল-আহাদীসুল মুখরাতাহ, যিয়াউদ্দীন আল-মাকদীসী, হাদীস নং ৩৮৭।

[4] নাসাঈ, হাদীস নং ১৬৬৪, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন; মুসনাদ আহমাদ, হাদীস নং ২৩৩৯, শু‘আইব আরনাউত হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন, তবে এ সনদটি দ’ঈফ।

[5] নাসাঈ, হাদীস নং ১৬৬৫, আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।

[6] মুখতাসারু কিয়ামুল লাইল, মুহাম্মাদ ইবন নসর আল-মারওয়াযী, পৃ. ২২০; কিয়ামু রমযান, নাসির উদ্দীন আলবানী রহ. পৃ. ২৪।

[7] মুসাননাফ আব্দুর রাযযাক, ৪/২৬১/৭৭৩১; বায়হাকী, ২/৪৯৭; কিয়ামু রমযান, নাসির উদ্দীন আলবানী রহ. পৃ. ২৪, তিনি এ বর্ণনাগুলোকে সহীহ বলেছেন।

[8] তিরমিযী, হাদীস নং ৮০৬, ইমাম তিরমিযী রহ. বলেন, হাদীসটি হাসান সহীহ। নাসাঈ, হাদীস নং ১৬০৫, আলবানী রহ. বলেছেন, হাদীসটি সহীহ। ইবন খুযাইমা, হাদীস নং ২২০৬, ‘আযামী রহ. বলেছেন, হাদীসের সনদটি সহীহ। ইবন হিব্বান, ২৫৪৭। শু‘আইব আরনাউত বলেছেন, হাদীসের সনদটি মুসলিমের শর্তে সহীহ।

[9] আবু দাউদ, হাদীস নং ১৩৯৮। আলবানী রহ. হাদীসটিকে সহীহ বলেছেন।